বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব, বিবর্তন ও বিকাশ

উপস্থাপক
এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সার্থক বাংলা উপন্যাসের জনক প্রথম সৃষ্টি দুর্গেশনন্দিনী। সামাজিক, ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক রোমান্স, তত্ত্বমূলক ইত্যাদি নানা ধারার উপন্যাস রচনা করেছেন। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল-- কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ও তাঁর পথানুসরণ করে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল--বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কন, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, সংসার, সমাজ।

স্বর্ণকুমারী দেবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্যের সব ক্ষেত্রে কমবেশি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাস রচনাতেও তিনি ছিলেন বেশ দক্ষ। তাঁর বিখ্যাত উপন্যানগুলি হল-- দীপনির্বাণ, মিবাররাজ, মালতি, কাহাকে, স্নেহলতা, ছিন্নমুকুল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা তথা বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস লিখেছেন আপন দক্ষতায়। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে নানা বিচিত্র শাখায় বিন্যস্ত করে তিনি সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল–

রাজর্ষি, চোখের বালি, বউঠাকুরানীর হাট, নৌকাডুবি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, চারঅধ্যায়, মালঞ্চ, দুই বোন, যোগাযোগ, শেষের কবিতা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সমসাময়িক সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাংলার গ্রামজীবন তাঁর উপন্যাসে মুর্ত হয়ে উঠেছে। লিখেছেন অসংখ্য উপন্যাস। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল-- বড়দিদি, পরিণীতা, পন্ডিতমশাই, বিরাজ বৌ, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত, দেবদাস, পথের দাবী, শেষের পরিচয়, দেনাপাওনা, গৃহদাহ ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ পরবর্তী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃতি, মানুষ, মানুষের বিচিত্র মনোভঙ্গি, প্রেম, পরিবার জীবন ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল– পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আদর্শ হিন্দু হোটেল, বীপিনের সংসার, দেবযান, ইছামতি ইত্যাদি। ছোটদের জন্য লেখা উপন্যাস চাঁদের পাহাড়, মরনের ডঙ্কা বাজে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাঢ় বাংলার চলমান জীবনের বিশ্বস্ত রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌবনে বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সরাসরি স্বাধীনতা বিপ্লবে অংশ নেওয়ায় কারাবরণ করতে হয়েছিল তাঁকে। পরাধীন ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সংকট, বিক্ষুব্ধতা, জীবন সমস্যার নানা জটিল দিক নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল– চৈতালি ঘূর্ণি, পাষাণপুরী, নীলকণ্ঠ, রাইকমল, গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, সন্দীপের পাঠশালা, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি, রাধা ইত্যাদি।

সতীনাথ ভাদুড়ী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব সতীনাথ ভাদুড়ী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ সতীনাথের উপন্যাসে জায়গা পেয়েছে। ব্যক্তিত্বের সংকটে পারিপার্শ্বিকতা অপেক্ষা মনস্তত্ত্বকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল-- জাগরী, ঢোড়াই চরিত মানস, সংকট, অচিন রাগিনী, দিগভ্রান্ত, চিত্রগুপ্তের ফাইল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের একজন। চিরাচরিত পথে না হেঁটে মানিক জীবন-বাস্তবতার গভীরে ডুব দিয়ে জীবনের জটিলতাকে ধরতে চেয়েছেন। রোমান্টিকতার ত্যাগ করে বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানদৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরে সাহিৎচর্চা করেছেন। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল– দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, অহিংস, চতুষ্কোণ, ইতিকথার পরের কথা, আরোগ্য, শহরতলী ইত্যাদি।

আশাপূর্ণা দেবী

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী একটি বিশেষ নাম। তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও সাহিত্য রচনা করেছেন আপন দক্ষতায়। মেয়েদের জীবনযন্ত্রণা, জীবনের স্বপ্ন-সাধনা ও যন্ত্রণা মুক্তির পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন সাহিত্যের পাতায়। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল—প্রেম ও প্রয়োজন, প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুবর্ণলতা, বকুল কথা ইত্যাদি।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

বাংলাদেশের কথা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। ওয়ালিউল্লাহ ছিলেন সমাজ ও কাল সচেতন। সাহিত্যকে তিনি বিলাসিতা মনে করেননি কিংবা সাহিত্যরচনাকে উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে ভাবেননি। তিনি ছিলেন উপযোগবাদী। প্রয়োজন অনুযায়ী সাহিত্যকে কাজে লাগিয়েছেন। মুসলমান সমাজের সমস্যা, ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারকে ভাষারূপ দিয়ে সেখান থেকে উত্তরণের পথানুসন্ধান করেছেন সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল— লাল সালু, চাঁদের অমাবস্যা, কাঁদো নদী কাঁদো।

সমরেশ বসু

সমরেশ বসু প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে অনিষ্ট ভাবে জড়িয়ে থাকা একজন সাহিত্যিক। মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী থেকে বাস্তব জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েই সাহিত্যজীবনে পা দিয়েছিলেন। মানুষের বাহ্যিক ও অন্তরঙ্গ উভয় দিকের অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন মানুষের কাজে। অসহায়, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের পক্ষ নিয়ে সাহিত্যকে সংগ্রাম ও নেতৃত্ব দানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল—উত্তরঙ্গ, নয়ন পুরের মাটি, বি.টি রোডের ধারে, গঙ্গা, মহাকালের রথের ঘোড়া, প্রজাপতি, বাঘিনী ইত্যাদি।

মহাশ্বেতা দেবী

ইতিহাস ও সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা যার শিল্পী সত্তার উৎস, যিনি আজীবন শোষিত-বঞ্চিত-অত্যাচারিত মানুষের পাশে থেকেছেন, লোধা, সাঁওতাল, সবর, হরিজনদের জীবনযাপনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখে তাদের কথা দেশবাসীকে জানাতে চেয়েছেন তিনি মহাশ্বেতা দেবী। মহিলা সাহিত্যিক হয়েও মহিলাদের জীবনকথার বাইরে বেরিয়ে বৃহত্তর জীবনের কথা সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল—মধুরে মধুর, তিমির লগন, প্রেমতারা, হাজার চোরাশির মা, অরণ্যের অধিকার, সিধু কানুর ডাকে, বিবেক বিদায় পালা, তিতুমীর, আঁধার মানিক ইত্যাদি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একাধারে কবি ও কথা সাহিত্যিক। কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তার মূল কারণ গল্প বা কাহিনির নিখুঁত বুনন এবং কাহিনির নাটকীয়তা। চরিত্রের ভিতরে ঢুকে তার হৃদয়ের আবেগকে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই কারণে পাঠক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে সহজে। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল---আত্মপ্রকাশ, যুবক-যুবতীরা, অরণ্যের দিনরাত্রি, উত্তরাধিকার, নদীর ওপারে, স্বর্গের নিচে মানুষ, বুকের মধ্যে আগুন, প্রকাশ্য দিবালোকে ইত্যাদি।

নবনীতা দেবসেন

আধুনিক মহিলা উপন্যাসিকদের মধ্যে নবনীতা দেব সেন অন্যতম। প্রেম, প্রকৃতি, নারী জীবন, নারীত্বের সংকট, শোষণ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ তাঁর উপন্যাসে ভিড় করে এসেছে। সব মিলিয়ে আধুনিক জীবনে নারীত্বের যন্ত্রণা ভাষা দেয়ার চেষ্টা করেছেন উপন্যাসের পাতায়। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল—আমি অনুপম, নবনীতা, স্বভূমি, শীত, একটি দুপুর, বামা-বোধিনী, দেশান্তর ইত্যাদি।

অভিজিৎ সেন

আধুনিক ঔপন্যাসিক অভিজিৎ সেন সাধারণ মানুষের জীবনকে তাঁর উপন্যাসে বিশেষভাবে জায়গা দিয়েছেন। যাযাবরদের জীবন নিয়ে তাঁর লেখা উপন্যাস বঙ্কিম পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল—মেঘের নদী, গঙ্গাপুত্র, নিম্নগতির নদী, স্বপ্ন এবং অন্যান্য নীলিমা, হলুদ রঙের সূর্য, রহু চন্ডালের হাড় ইত্যাদি।

ভগীরথ মিশ্র

সত্তরের দশকের শ্রেষ্ঠ শিল্পী অগিরথ মিশ্র গ্রাম জীবনের সার্থক রূপকার। গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন আবার শাশ্বত শিল্পী সত্তাকেও প্রকাশ করেছেন। তাঁর সাহিত্যে আছে জীবনবোধের গভীরতা। রাজনীতি ও তার পালাবদল তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল—অন্তর্গত নীলস্রোত, তস্কর, আড়কাঠি, চারণভূমি, মৃগয়া শিকড়ের ঘ্রাণ, ফাঁসবদল ইত্যাদি।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রগতিশীল কোথাকার হিসেবে বিশ শতকের সত্তরের দশকে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে নারীজীবনের শোষণ ও বঞ্চনাজনিত তীব্র ক্ষোভ। আধুনিক সমাজে নারীর নানান সমস্যা, অর্থনৈতিক পেষণ, তাদের যন্ত্রণা, চোখের জল তাঁর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান ও তার বৈশিষ্ট্য তাঁর লেখাকে জীবন্ত করে তুলেছে। বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল—কাছের মানুষ, চেনা মুখ অচেনা মুখ, অর্পিতা, সীমারেখা, শেষবেলায়, সহেলী, হারজিতের খেলা, অদ্ভুত আঁধার এক, হঠাৎ অরণ্যে, অচিন পাখি ইত্যাদি।

ধন্যবাদ